মেহেরপুরে অনলাইনে মেশিনারীজ ব্যবসায়ী দিপুর সংবাদ সম্মেলন

একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে সংবাদ সম্মেলন করেছে দেলোয়ার হোসেন ওরফে দিপু নামের এক মেশিনারীজ ব্যবসায়ী।

গতকাল দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি ।

তিনি বলেন, আমি অন্যের কার্ড দিয়ে সিম তুলেছি, এই কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য দিয়ে ফাঁসানোর জন্য এগুলো করা হয়েছে। আসল ঘটনাটা হল আপনারা সবাই জানেন যে, আমার অনলাইনের আউট সোর্সের বিজনেস আছে এবং আমার চারটা ইউটিউব চ্যানেল এবং একটা ফেসবুক পেজ আছে। যেগুলোর মাধ্যমে দিয়ে আমরা সারা বাংলাদেশে মেশিনারিজ প্রোডাক্ট সেল করে থাকি।

সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখে মেশিন অর্ডার দেয়। তারা সবাই আমাদেরকে নগদ বিকাশ অথবা রকেটের মাধ্যমে কিছু টাকা এডভান্স করে। যেমন পাঁচ হাজার, দশ হাজার, পনেরো হাজার ইত্যাদি আবার অনেকে ব্যাংকের মাধ্যমেও পাঠায়। আমরা সবাই জানি যে পার্সোনাল নগদ বিকাশ এবং রকেটে ২৫ হাজারের বেশি টাকা পাঠানো যায় না এবং মাসে দেড় লাখ টাকার বেশি লেনদেন করা যায় না। এক্ষেত্রে আমাদের প্রায় ১৫ থেকে ২০ টা নগদ বিকাশ এবং রকেটের পার্সোনাল একাউন্ট লাগে। যেগুলো দিয়ে আমরা টোটাল মাসটাকে কভার করতে পারি। যাতে লিমিটের কোন প্রবলেম না হয় কিন্তু আমাদের যে নগদ একাউন্টগুলো খোলা আছে তাতে আমাদের মাস কভার হচ্ছিল না। এর আগে আমার, মায়ের, বাবার ও স্ত্রীর আইডি কার্ড দিয়ে একাউন্ট খোলা হয়েছে।

একটা আইডি কার্ড দিয়ে একটার বেশি একাউন্ট করা যায় না। আমার ফুফাত ভাই সাইফুল ইসলামের আইডি কার্ড দিয়ে নগদ একাউন্ট খুলি। এবং সে অসুস্থ থাকায় ফল খাওয়ার জন্য ৫শ টাকা দিই। এটা আশে পাশের মহিলা জানতে পেরে আমার কাছে ৫শ টাকা করে দাবি করে। আমার পুরনো অভ্যাসের কারণে তাদের তিনজনকে ৫শ করে টাকা দিই। যে টাকা দেওয়ায় আমার জন্য কাল হয়েছে। এই ভুলবোঝাবুঝিতে গ্রামের বেশ কিছু মহিলা

থানায় গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এর সুষ্ঠ তদন্ত চাই।

মুজিবনগরে জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত

মুজিবনগরে আনন্দবাস ও জয়পুর গ্রামে জমির দখল নিয়ে উভয় পক্ষের সংঘর্ষে ৬ জন আহত হয়েছে। সোমবার বিকেলে আনন্দবাস গ্রামের আলতাচরা বন্দের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, আনন্দবাস গ্রামের মৃত আহমেদ আলীর ছেলে আলাউদ্দীন এবং ত্বক্কেল খাঁ দুই ছেলে মুনতাজ আলী ও হায়দার আলী এবং জয়পুর গ্রামের মৃত কদম আলীর ছেলে আনছার আলী, মৃত মিরাজ আলীর ছেলে আক্কাস আলী, মৃত দিদার বক্সের ছেলে নোয়াজ্জেম।

এদের মধ্যে আনছার আলীর হাতের আঙ্গুলের শিরা কেটে যাওয়ায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার বিকেলে আনন্দবাস গ্রামের আলতাচরা বন্দের মাঠে এ জমিতে আলাউদ্দীনসহ তিন চার জন ধান রোপনের জন্য জমি প্রস্তুতি করছিল। এমন সময় জয়পুর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ঐ জমি দখল নেওয়ার জন্য যায়। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আলাউদ্দিন কে বলে এই জমি মাদ্রাসার নামে আছে। আপনারা কেন এখানে চাষ করছেন। এই বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের ছয় জন গুরুতর আহত হয়। এদেরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে আনন্দবাস গ্রামের আলাউদ্দিন বলেন,১৯৮২ সালে আবুবক্কর খা,তোয়াক্কেল আলী খা এবং নাজিমুদ্দীন খা জয়পুর গ্রামের ইলিয়াস হোসেন এর কাছ থেকে রেকর্ড মূলে ৪০ শতক জমি ক্রয় করেন। সেই থেকে এই জমি দীর্ঘদিন ধরে আমরা চাষাবাদ করে আসছি। মেহেরপুর কোর্টে এ বিষয়ে মামলা আছে। গত কয়েকদিন আগে জয়পুর এবতেদায়ি মাদ্রাসা কর্তিপক্ষ জমি মাদ্রাসার দাবি করে জোর পূর্বক দখল করে।

এ বিষয়ে আমরা মুজিবনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জানায় গতকাল রবিবার বিকেলে থানায় এ বিষয়ে দুই পক্ষকে ডাক করে মীমাংসার জন্য বসে কিন্তু সঠিক মীমাংসা না হওয়ায় আমরা বলি যে আমরা মূর্খ মানুষ জমির কাগজ সম্পর্কে কম বুঝি আদালতে মামলা আছে আদালত যদি আমাদের কাগজ সঠিক না বলে আমরা জমি ছেড়ে দিব এই বলে আমরা চলে আসি। আজ আমরা জমিতে ধান রোপনের জন্য চাষ করছিলাম এ সময় বিকালের দিকে মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ ৩০/৪০ জন লোক বিভিন্ন ধরনের ধারালো অস্ত্র ও লাঠি সড়কি নিয়ে জমি দখলে আসে। এ সময় আমি তাদেরকে বললাম, আপনাদের কাগজপত্র যদি ঠিক থাকে এবং আমার কাগজটা যদি ভুল প্রমাণিত করতে পারেন তাহলে আমরা জমি ছেড়ে দেব।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মারধর শুরু করে মাথায় আঘাত করে আমি মাটিতে পড়ে গেলে আমাকে রক্ষার জন্য অন্যরা এগিয়ে আসলে তাদের কেও লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্রদিয়ে আঘাত করে। এ সময় আমাদের পাড়ার লোকজন এগিয়ে আসলে তারা পালিয়ে যায় লোকজন আমাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে জয়পুর ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সভাপতি আব্দুস সামাদ বলেন, জমির কাগজপত্র খাজনা খারিজ সবই মাদ্রাসার নামে কিন্তু জমি চাষ করতে গেলে অপরপক্ষ জোর পূর্বক জমি চাষ করতে বাধাঁ দেয়। গত কয়েকদিন আগে জমির দখল নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছিল এত উভয় পক্ষ মুজিবনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রবিবার বিকেলে উভয় পক্ষকে নিয়ে এসআই হেকমত থানায় বসে এসময় আমরা আমাদের সমস্ত কাগজপত্র দেখায় কিন্তু তারা একটি দলিল ছাড়া কিছুই দেখাতে পারেনি। কাগজপত্র না দেখাতে পারার কারণে সেখানে প্রতীয়মান হয় যে জমিটা আসলেই মাদ্রাসার তখন এস আই হেকমত তাদেরকে বলে যে জমি যেহেতু একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এবং কাগজ পত্র তাদের সেহেতু জমিটা আপনারা ছেড়ে দেন। ওই জমি যেহেতু মাদ্রাসার সমস্ত কাগজপত্র আছে সেহেতু জমিতে আপনারা আর যাবেন না।

সোমবার বিকেলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সহ গ্রামবাসী জমিতে ধান লাগানোর জন্য যাই এ সময় অপরপক্ষ লাঠি সোটা ও ধারালে অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপরে হামলা করে এ সময় আমাদের পাঁচ জন আহত হয় আমরা তাদেরকে উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসে এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান, বিষয়টি আমি শুনেছি, দুই পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে এই বিষয়ের উপর গতকাল থানাতে বসা হয়েছিল। কিন্তু উভয় পক্ষ কোন সমঝোতায় না আসায় এবং কোর্টে এ বিষয়ে মামলা থাকায় দুই পক্ষকে বলা হয় যে জমি নিয়ে কোন ঝামেলা না করার জন্য।
আজকে দখল দিয়ে মারামারি হয়েছে শুনেছি এবং কয়েকজন আহত হয়েছে এটাও শুনেছি তবে এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

রবিবার সন্ধা থেকে আজ সোমবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছয় মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গোভীপুর গ্রামের এনামুল হকের ছেলে তাজিবুর রহমান।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ জন এরা হলো বামনপাড়া গ্রামের মীর হারুনের ছেলে মীর বাপ্পি (২৬), পৌর কলেজ পাড়ার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে লালন শেখ, ফৌজদারী পাড়ার শিহাবের ছেলে স্বাধীন।

এছাড়াও সিআর মামলায় দুইজন মহিলাসহ ৪ জন আসামি এরা হলেন সুবিদপুর শিশির পাড়া মালার স্ত্রী মোছা: শ্যামলী খাতুন,ঝাউবাড়ীয়া স্কুলপাড়ার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী বুলবুলি খাতুন,আমদাহ গ্রামের ছাকু মন্ডলের ছেলে মো: আজাদ, মেহেরপুর র্কোটপাড়ার হয়রত আলীর ছেলে মো: সোহেল কে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম নির্দেশে এসআই সঞ্জিব,এএস আই শাকিলসহ পুলিশের একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে ।

ভগ্নদশা মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের

শিক্ষক সঙ্কট, লাইব্রেরিয়ান নেই, হিসাবরক্ষক নেই, কর্মচারীও নেই তিন চতুর্থাংশ। নেই আর নেই এ ভগ্নদশায় চলছে জেলার মহিলা শিক্ষার একমাত্র শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। কলেজের ৬টি বিভাগে কোনও শিক্ষক নেই, বিজ্ঞান অনুষদের তিনটি বিভাগের একটিতেও নেই কোন প্রদর্শক (ডেমোনেস্ট্রটর), এছাড়া অফিস সহকারীর ১৪টি পদের মধ্যে আছেন চারজন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদ থাকলেও শুন্য রয়েছে, নেই হিসাবরক্ষকও।

এতসব নেইয়ের মাঝে আরো যেটি নেই তা হলো ঠিকমত ক্লাস। ফলে শিক্ষার্থীদের অন্য কলেজের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ে কোনমতে সিলেবাস শেষ করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে উর্দ্ধতন মহলে চিঠি দিলেও শুন্য পদে মিলছে শিক্ষক-কর্মচারী। অতিথি শিক্ষক দিয়ে কোনমতে গণিত ক্লাস করানো হচ্ছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ৬টি বিভাগ যার মধ্যে- ব্যবস্থাপনা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, গণিত, ইতিহাস, সমাজকর্ম বিভাগের কোন শিক্ষক নেই। অর্থনীতি বিভাগে অনার্স চালু রয়েছে। কিন্তু চারজন শিক্ষকের স্থলে আছেন ২ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ২ জনের স্থলে আছেন ১ জন, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান বিভাগে কোন প্রদর্শক নেই, প্রধান অফিস সহকারী নেই, হিসাবরক্ষক নেই, অফিস সহকারী হিসেবে ১৪টি পদের স্থলে আছে মাত্র ৪ জন। ২৯টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন ২০ জন।

উচ্চ মাধ্যমিক ২য় বর্ষের ছাত্রী ফারমিন আক্তার পৃথি জানান, শিক্ষক সঙ্কটের কারণে কোন সপ্তাহে একদিন ক্লাস হয়, কোন সপ্তাহে হয় না। ফলে নিজগ্রাম মুজিবনগরের মোনাখালী থেকে শুধুমাত্র প্রাইভেট পড়ার উদ্দেশ্যে শহরে আসতে হয়।

অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী পিংকি খাতুন, জুলেখা খাতুন জানান, ঠিকমত ক্লাস না হওয়ায় ছাত্রীরাও কলেজে আসে না।

উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করা মেঘলা খাতুন জানান, বিজ্ঞান বিভাগে পড়লেও দুই বছরে কোন দিন প্রাকটিক্যাল ক্লাস পায়নি ডেমোনেষ্ট্রেটর শিক্ষক না থাকায়। দুই বছর ধেও পৌর কলেজের হান্নান স্যারের কাছে গণিত, সরওয়ার স্যারের কাছে রসায়ন আর সাহিদ স্যারের কাছে বায়োলজি পড়েছি। কারণ আমাদের কলেজে কোন শিক্ষক নেই।

জেলা নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে ‘মেহেরপুর মহিলা কলেজ’ নামে কলেজটির যাত্রা শুরু হয় প্রায় ৩ একর জমিতে। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে জাতীয়করণের মধ্যে দিয়ে ‘মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ’ নামকরণ হয়। পরবর্তিতে ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিবনগর দিবসের অনুষ্ঠানে

মুজিবনগর আম্রকাননের সমাবেশে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে অনার্স চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তিতে ২০১৩-২৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে বাংলা ও অর্থনীতি দুটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। বর্তমানে আরো তিনটি ব্যবস্থাপনা, ইংরেজি ও পৌরনীতি বিষয়ে অনার্স চালুর প্রক্রিয়া চলছে। তবে দিনের পর দিন এভাবে শিক্ষক-কর্মচারী সঙ্কটে ভুগতে থাকলে জেলায় নারী শিক্ষায় ব্যঘাত ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

অন্যান্য শিক্ষকরা এ নিয়ে মুখ খুলতে না চাইলে কথা হয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলামের সাথে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক-কর্মচারী শঙ্কটে ভুগছি। কয়েকদফা চাহিদা দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে, কোন সদুত্তর মেলেনি। শিক্ষক-কর্মচারীর শুন্য পদ পূরন না হলে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় শোন এ্যারেস্ট সাংবাদিক জনি

ক্যামেরা ছিনতাই, প্রতারণা মামলার আসামি এশিয়ান টিভির জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিকে হোটেল আটলান্টিকার ঘটনায় মামলার আসামি হিসেবে গ্রেফতার মঞ্জুর করেছে আদালত।

গতকাল রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তারিক হাসানের আদালতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আশরাফ আলী গ্রেফতার দেখানোর আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুর করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আশরাফ আলী জানান, হোটেল আটলাণ্টিকা কাণ্ডে মিজানুর রহমান জনির সমপক্ততা তুলে ধরে আদালতে শোন এ্যারেস্টের আবেদন করা হয়। বিজ্ঞ আদালত শুনানী পর্যবেক্ষন শেষে তার শোন এ্যারেষ্ট মঞ্জুর করেছেন।

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডে ব্লাকমেইলার চার সাংবাদিকের অন্যতম মিজানুর রহমান জনি। এ নিয়ে আসামি প্রিয়া খাতুন ও ছন্দা পৃথক পৃথক ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে জনিকে অভিযুক্ত করেন। এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর থেকে জনি আত্নগোপনে ছিলেন।

অপরদিকে, সাংবাদিক মোঃ মিজানুর রহমান জনি-কে চাঁদাবাজি ও প্রতারণা গত ১৮ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে গ্রেফতার করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের সহযোগিতায় মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটা টিম তাকে এনটিভি মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধির ক্যামেরা ছিনতাই ও প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার করে।

গত ২২ এ নভেম্বর মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নিজে বাদি হয়ে একটা মামলা দায়ের করেন সাংবাদিক রেজ আন উলবাসার তাপস। বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানা পুলিশকে এফআরআই এর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুরে ইটভাটার কাদামাটি সড়কে, আদালতের স্বপ্রণোদিত মামলা

মেহেরপুরের সড়কগুলো ইটভাটার কাদামাটিতে পথচারীদের দূর্ভোগ হওয়ায় আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। গত ৩ জানুয়ারি একটি জাতীয় দৈনিকে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি মেহেরপুর আমলী ম্যাজিস্ট্রেটের নজরে এলে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে মামলার শুনানি মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ এই আদেশ প্রদান করেন। আদেশে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তাকে দিয়ে তদন্তপূর্বক আগামী ২৩ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিশেষ পুলিশ সুপার, পিবিআই, কুষ্টিয়াকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। একই সাথে অবৈধ ইট ভাটার বিষয়ে উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক তদন্ত এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

সংবাদে উল্লেখিত বিষয়টি সত্য হলে তা দণ্ডবিধির ধারা ২৯০, ৪৩১ সহ ইট প্রস্তুত ও ভাটা (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে উল্লেখ করে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তপূর্বক দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন মর্মে আদেশে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে, জেলায় ১০৩টি ইটভাটার অধিকাংশ অবৈধ এবং আবাসিক এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন জমিতে স্থাপন করা হয়েছে। যা দণ্ডবিধিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোনোরূপ ব্যর্থতা ব্যতিরেকে আগামী ২৩ জানুয়ারির মধ্যে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তাকে দিয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিশেষ পুলিশ সুপার, পিবিআই, কুষ্টিয়াকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের খুটি স্থাপনে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের সম্প্রসারণ কাজের জন্য নতুন করে মেহেরপুরের অংশে পল্লী বিদ্যুতের খুটি স্থাপনের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নির্দিষ্ট মাপের থেকে কম পরিমানে পোতার অভিযোগ উঠেছে। আর এ অনিয়মের মাধ্যমে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন হাশেম আলী নামের এক ঠিকাদার। তবে পল্লী বিদ্যুতের কর্তৃপক্ষ বলছে সঠিকভাবে কাজ বুঝে নেওয়া হবে।

পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের সম্প্রসারণ কাজের জন্য মেহেরপুর থেকে খলিসাকুণ্ডি পর্যন্ত ৫৮৭টি বিদ্যুতের খুটি ও সংযোগ স্থাপনের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ ৫ কোটি ১৫ লাখ টাকার প্রকল্প তৈরি করে। সে অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ বিভাগ পল্লী বিদ্যুতের অনুকুলে ওই টাকা জমা করে। পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি থেকে দরপত্রের মাধ্যমে চার জন ঠিকাদার বিদ্যুৎ খুটি স্থাপনের কাজ পায়। এর মধ্যে হাশেম আলী পিয়াদা মেহেরপুর থেকে বামন্দি পর্যন্ত ৭টা লটে ৪৩৭টি খুটি স্থাপন বাবদ কাজ পেয়েছেন ৭০ লাখ টাকার। এছাড়া তাজুল ইসলাম, মোজাম্মেল হক ও মামুনুর রশিদ একটি করে লটে ১০ লাখ টাকা করে ৩০ লাখ টাকা কাজ পান। এছাড়া বাকি ৪ কোটি ১৫ লাখ টাকার কাজ পল্লী বিদ্যুৎ নিজস্ব ভাবে সম্পন্ন করবে। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক, তারসহ অন্যান্য সরঞ্জাম রয়েছে। যে কাজগুলো খুটি স্থাপনের পর শুরু হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার দিঘীর পাড়া থেকে মদনাডাঙ্গা পর্যন্ত সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা গেছে, প্রতিটি খুটিতে নির্দিষ্ট মাপ মত পোতার জন্য চিহৃ দেওয়া থাকলেও কোনটি দুই ফুট কোনটি এক ফুট কম পোতা হয়েছে।ফলে বৃষ্টি বা ঝড়ে খুটিগুলো হেলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়া নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শ্রমিক জানিয়েছেন, খুটির নিচে ৩৩ কেভি গ্রাউণ্ডিং প্লেট দেওয়ার কথা থাকলেও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে গ্রাউণ্ডিং প্লেট গুলো দেওয়া হয়নি। ফলে ঠিকাদার ও

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তারা মিলে যার যার মত করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম (ই এন্ড সি) প্রকৌশলী নাজমুন নাহার জেরিন জানান, সড়ক ও জনপথ বিভাগের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৫ কোটি ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে মেহেরপুরের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কার্যালয় থেকে খলিসাকু্◌িড পর্যন্ত ৫৮৭ টি নতুন খুটি স্থাপন ও বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে বিভিন্ন মাপের খুটি রয়েছে। ২৫ ফুট খটি ৫ ফুট, ৩০ ও ৩৫ ফুট সাইজের খুটি সাড়ে ৫ফুট, ৪০ ফুটের খুটি ৬ ফুট, ৪৫ ফুটের খুটি সাড়ে ৬ফুট, ৫০ ফুটের খুটি ৭ ফুট এবং ৬০ ফুটের খুটি ৮ফুট মাটির নিচে স্থাপন করতে হবে। কোন ঠিকাদার যদি এর ব্যত্যয় করেন তাহলে নতুন করে আবার স্থাপন করিয়ে নেওয়া হবে।

তবে গ্রাউণ্ডিং প্লেটের বিষয়ে তিনি বলেন, ঠিকাদারদের সরবরাহ করা হয়েছে। যখন কাজ দেখে নেওয়া হবে তখন নিয়মানুযায়ী সব দেখে তারপর বিল দেওয়া হবে।

ঠিকাদার হাশেম আলী পিয়াদা তিনিই একাই পেয়েছেন ৭টি লটের ৪৩৭ টি খুটি স্থাপনের জন্য ৭০ লাখ টাকার কাজ। তিনি জানান, পল্লী বিদ্যুতের নিয়মানুযায়ী খুটি পোতা হয়েছে। তবে যে যে যায়গায় পোতা সম্ভব হয়নি সেখানে ততটুকু পোতা হয়েছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) আবু রায়হান বলেন, নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী খুটি না পোতা হলে বৃষ্টি বা ঝড় হলে হেলে যায়। যেখানে অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। যে কারণে নির্দিষ্ট মাপমত খুটি পোতা জরুরি। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ঠিকাদারের কাছে থেকে এখনো কাজ বুঝে নেওয়া হয়নি। যখন কাজ বুঝিয়ে দেবে, তখন কোনো ত্রুটি পেলে দরপত্রের নিয়মানুযায়ী কাজ বুঝে নেওয়া হবে।

চোরাচালান মালামাল উদ্ধারে দেশের ২য় মেহেরপুর পুলিশ

সারাদেশের মধ্যে চোরাচালান মালামাল উদ্ধারে গ গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান উদ্ধার করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

শনিবার পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের এ স্বীকৃতির পুরস্কার তুলে দেন।

জানা গেছে, ২০২২ সালে চোরাচালান মালামাল উদ্ধারে গ গ্রুপে সমগ্র দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মেহেরপুর জেলা পুলিশ। ১৩ টি মামলায় ২১ জন আসামি গ্রেফতারসহ ৮৮ লাখ ৭০ হাজার ৪১৯ টাকার চোরাচালান মালামাল উদ্ধার করেছে জেলা পুলিশ।

গাংনীতে ৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক পাচারকারি আটক

মেহেরপুরের গাংনীর বামুন্দি থেকে ৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক পাচারকারিকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে আকুবপুর চেকপোষ্ট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয় ৩০ বোতল ফেনসিডিল।

আটককৃতরা হলো-গাংনীর বামুন্দির মৃত রেজাউল ইসলামের ছেলে আলামিন হোসনে (৩৮)ও আফিরুল ইসলামের ছেলে জাব্বারুল ইসলাম(৩৫)। এসময় মাদক পাচারকাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান,, দুইজন মাদক পাচারকারি মোটরসাইকেল যোগে মাদক নিয়ে আকুবপুর পুলিশ চেকপোষ্ট এলাকা পার হচ্ছে বামুন্দি

বাজার এলাকায় আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম অভিযান চালায়।

এসময় আলামিন হোসেন ও জাব্বারুল ইসলাম নামের দুজনকে আটক করা হয়। তাদের সাথে থাকা একটি ব্যাগ তল্লাশি করে ৩০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয় এবং একটি মোটর সাইকেল জব্দ করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান,আটককৃতদের মাদক আইনে মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে । অভিযান পরিচালনা করেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ এসআই কামরুজ্জামান ও এসআই আজাদ ।

মুজিবনগরে ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার, আসামি পলাতক

পুলিশের মাদক মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে মুজিবনগরে ১০০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। এ সময় ২ মাদক ব্যাবস্যায়ী পালিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মেহেদি রাসেল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমার নেতৃত্বে শুক্রবার (৭ জানুয়ারি) দিবাগত রাত্রি ২টার সময় মুজিবনগর থানা পুলিশের এস আই উত্তম কুমার,এস আই সাহেব আলীসহ সঙ্গীয় ফোর্স উপজেলার জয়পুর গ্রামস্থ ময়নাতলা মাঠে অভিযান চালিয়ে ১০০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেন।

ওসি জানান, এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুজন মাদক ব্যবসায়ী ফেন্সিডিল ফেলে পালিয়ে যায়। উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের মূল্য অনুমান ২ লক্ষ টাকা।

পলাতক আসামীদের গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত আছে। পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।